



বিএআরআই

সংবাদ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

কেআইবি কৃষি পদক



সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বিএআরআই কৃষিতে অসামান্য অবদানের জন্য সেরা প্রতিষ্ঠান শাখায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ-এর হাত থেকে কেআইবি কৃষি পদক-২০১৬ এর চেক গ্রহণ করছেন ইনস্টিটিউট মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল।

গত ২০ জুন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর উদ্যোগে কেআইবি কৃষি পদক ২০১৬ প্রদান করা হয়। উক্ত পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর মাননীয় সভাপতি কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এমপি। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ-কে সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেআইবি কৃষি পদক ২০১৬ প্রদান করা হয়। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বিএআরআই কৃষিতে অসামান্য অবদানের জন্য সেরা প্রতিষ্ঠান শাখায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ এর হাত থেকে কেআইবি কৃষি পদক-২০১৬ গ্রহণ করেন ইনস্টিটিউট মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ঐতিহাসিক সমাবর্তন সভায় তাঁর ভাষণে দেশের কৃষি উন্নয়নে কার্যকর অবদানের কথা স্মরণ করে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদানের ঘোষণা দেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২

প্রশিক্ষণ সংবাদ



প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (পিপি) কৃষি মন্ত্রণালয়



সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল

গত ২৭-২৮ জুলাই ব্লসম হোটেল, ঢাকায়, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট- এর আয়োজনে বিটি বেগুনের উপর এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপি) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন FtFBP -II প্রকল্পের কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর ড. জি পি

দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল। উক্ত প্রশিক্ষণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ২০ টি জেলা থেকে আগত ৬০ জন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ■

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ ক্ষুদ্র আয়তনের ১৬ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি দেশ যেখানে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ১১০০ জন লোকের বাস। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার (১.৩৭) ও আবাদী জমির ক্রমাগতভাবে হ্রাসপ্রাপ্তি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির স্বভাবিক গতি ও প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। এখানে আবাদী জমির আনুভূমিক (Horizontal) বিস্তারের কোন সুযোগ না থাকায় বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিকল্প পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হচ্ছে। দেশে বিদ্যমান এক ফসলি জমি (২৪.৪ লক্ষ হেক্টর), দুই ফসলি জমি (৩৮.৪১ লক্ষ হেক্টর) এবং তিন ফসলি জমি (১৬.৪১ লক্ষ হেক্টর) চার ফসলের আওতায় এনে উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। এভাবে ফসলের নিবিড়তা ১৯১% থেকে ৪০০% এ উন্নিত করা যায়। ধান ভিত্তিক ফসল ধারায় স্বল্পমেয়াদী অন্য ফসল সমন্বয় করে বছরে চার ফসল ভিত্তিক ফসল ধারা প্রবর্তন করে উৎপাদনশীলতা ও ফসলের নিবিড়তা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব। সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যে সকল জমিতে সরিষা, ডাল ও আলু চাষ হতো সে সকল জমি এখন বোরো ধান চাষের আওতায় চলে গেছে। ফলে দিন দিন ডাল, সরিষা ও আলু ফসলের জন্য আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে গেছে। তাই জমির পরিমাণ বাড়িয়ে এসব ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর সম্ভাবনা খুবই কম। একমাত্র ফসল বিন্যাসে সমন্বয় করে এসব ফসলের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রবর্তিত বেশ কয়েকটি ফসল ধারা এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে সময়ের প্রয়োজনে একই জমিতে বিভিন্ন ফসল ধারার প্রবর্তন বিষয়ে আরও বিস্তার গবেষণা প্রয়োজন।

শস্য বিন্যাসের উপর কৃষক প্রশিক্ষণ



শস্য বিন্যাসের উপর কৃষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

গত ১৪ই মে ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর গোপালগঞ্জ বেসিনে ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি পাইলট প্রকল্পের অর্থায়নে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার জালালাবাদ ইউনিয়নে সরিষা-মুগডাল-রোপাআমন শস্য বিন্যাসের উপর দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলার উপ-পরিচালক মি. সমীর কুমার গোস্বামী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র,

বিএআরআই, গাজীপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং গোপালগঞ্জ বেসিন পাইলট প্রকল্পের প্রিন্সিপ্যাল ইনভেস্টিগেটর ড. মো. আশরাফ হোসেন। প্রতিটি প্রশিক্ষণ ব্যাচে সংশ্লিষ্ট ফসল ধারার ৪০ জন করে মোট ৮০ জন কৃষক-কৃষিণ অংশগ্রহণ করেন। বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণবীদগণ প্রশিক্ষার্থীদেরকে একই জমিতে বছরে তিনটি ফসল (সরিষা-মুগডাল-রোপাআমন) চাষাবাদের আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং মাটি, মানুষ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, মাটির উর্বরতা ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে ফসল ধারায় ডাল ফসল চাষাবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ■

কেআইবি কৃষি পদক ১ম পৃষ্ঠার পর

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের ২৭-১১-২০১০ খ্রিষ্টাব্দের সাধারণ সভায় ১৩ ফেব্রুয়ারি দিনটি মর্যাদার সাথে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে কৃষিবিদ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এবারের কৃষিবিদ দিবসে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয় এবং কেন্দ্রসহ সমগ্র দেশে নানা উৎসব আয়োজন, র্যালি ও আলোচনা সভার মাধ্যমে পালিত হয়। দিবসটিকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ ও বর্ধিলময়করণের স্মারক হিসেবে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কৃষির ০৭ (সাত) টি ক্যাটাগরিতে কেআইবি কৃষি পদক চালু করে।

কেআইবি কৃষি পদক ২০১৬ -এর সেরা প্রতিষ্ঠান শাখায় সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি); সেরা কৃষি ব্যক্তিত্ব ক্যাটাগরিতে কৃষিবিদ প্রফেসর ড. এম মোফাজ্জল হোসেন (বীর মুক্তিযোদ্ধা), উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; বর্ষসেরা কৃষিবিদ ক্যাটাগরিতে কৃষিবিদ ড. মো. হারুন অর রশীদ, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বায়োটেকনোলজি বিভাগ, বিনা; সফল কৃষক হিসেবে আলহাজ্ব মো. সেলিম রেজা; কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে জনাব আলীমুল এহসান চৌধুরী; কৃষি উন্নয়নে নারী কৃষাণী আলেয়া বেগম এবং কৃষি প্রকাশনা ও সম্প্রচারে ইনফোটেইনমেন্ট -কে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কেআইবি কৃষি পদক ২০১৬ প্রদান করা হয়।

ভৌগলিক কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ সম্প্রদায় কৃষি-পরিবেশিক ভিন্নতার কারণে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত যা প্রধানত ভূমির উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। তাই এ অঞ্চলের কৃষির উন্নয়নে বারি'র সরেজমিন গবেষণা বিভাগ 'পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বারি অংগ)'-এর গবেষণাভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যথাযথ ভূমিকা রেখেছে। যেমন: কৃষকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে উৎপাদন কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মাঠ দিবস ও বিভিন্ন ফসলের ট্রায়ালের মাধ্যমে এযাবৎ ২১,৫০০ জন সুফলভোগী বা সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছে; কৃষকের আয় বৃদ্ধি, ধান, গম, আলুসহ বিভিন্ন তৈলজাতীয় এবং ডালজাতীয় ফসল আবাদের মাধ্যমে দু'ফসলি জমিকে তিন ফসলি এবং তিন ফসলি জমিকে চার ফসলিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি; কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এরপর পৃষ্ঠা ৩

মো. শোয়েব হাসান এর পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) হিসেবে যোগদান

মো. শোয়েব হাসান গত ৯ মার্চ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) হিসেবে যোগদান করেন। ইতিপূর্বে তিনি গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ ইং তারিখে ডাল গবেষণা কেন্দ্র এবং আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদীতে পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর বিগত ২৭/১১/২০১৫ তারিখে বিএআরআই এর প্রধান কার্যালয়ে পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) হিসেবে যোগদান করে ০৮/০৩/২০১৬ ইং তারিখ পর্যন্ত উক্ত পদের দায়িত্ব পালন করেন। মো. শোয়েব হাসান ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কৃষি প্রকৌশল) হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৯ সালে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্ম ম্যাকানিকস বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে প্রায় দেড় বছর অধ্যাপনা করেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে Adjunct ফ্যাকাল্টি হিসেবে কাজ করেন। এরপর ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ কৃষি

গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুরে মেশিনারী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের



বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৬ সালে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগে যোগদান করেন। এ সময়

তিনি EU এবং ICBA এর অর্থায়নে Bio Saline Agroforestry এবং লবণাক্ত এলাকায় ড্রিপ সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত ২ টি বিদেশি প্রকল্পের PI হিসেবে কাজ করেন। ২০০৯ সালে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যোগদান করেন।

২০১০ সালে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করেন। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ টি পুরাতন যন্ত্রের আধুনিকায়ন ও ১০ টি নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন করা হয়। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তাঁর ৩০টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ৫টি বই ও ৬টি বুকলেট তিনি প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদানের উদ্দেশ্যে জাপান, নেদারল্যান্ডস, দুবাই, চীন, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত ও লেবানন ভ্রমণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে ১ (এক) কন্যা সন্তানের জনক এই বিজ্ঞানী ১৯৫৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর খুলনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন এর আজীবন সদস্য, জাইকা এলামনি এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ এর আজীবন সদস্য ও আইইবি বাংলাদেশের গাজীপুর এর সদস্য ও কাউন্সিলর। ■

কেআইবি কৃষি পদক

২য় পৃষ্ঠার পর

বসতবাড়ির আঙিনায় বছরব্যাপি সবজি চাষে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার পাশাপাশি মহিলাদের কর্মসংযোজন এবং মুগ ফসল কর্তনকালে বাড়ির মহিলা ও শিশুদের অংশগ্রহণের ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি; খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, উফশী দানা ও তৈলজাতীয় ফসল এবং সবজি ফসল যেসন- বিটি বেগুন, গ্রীষ্মকালীন টমেটো

আবাদের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং বসতবাড়ির আঙিনায় বিভিন্ন শাক-সবজি ও ফলজ গাছ যথা- বারি আম-৩, বারি আম-৪, বারি মাল্টা-১, লিচু ও পেয়ারা আবাদের ফলে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় খাপ খাওয়ানোসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এ বিভাগের অবদানসমূহ হলো: অব্যবহারযোগ্য জায়গায় ফলজ বৃক্ষ রোপণ, আধুনিক জাতের বীজ সম্প্রসারণ (ধান, গম, আলু, সরিষা, সূর্যমুখী, ধনিয়া, তিল, চিনাবাদাম), নানা ফলের বাগান সৃজন (আম, কুল, পেয়ারা, কলা, মাল্টা, সফেদা), ফসল আবাদে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার (সেক্স ফেরোমন, কলায় ব্যাগিং পদ্ধতি), গমের প্রচলিত জাতের পরিবর্তে আধুনিক জাত এবং তাপ/লবণসহিষ্ণু বারি গম - ২৫, বারি গম -২৬ জাতের বীজ ব্যবহার, যে সকল অঞ্চলে আলুসহ সবজি চাষ হতো না সে সকল অঞ্চলে সবজি (আলু, ফুলকপি, ওলকপি, টমেটো) চাষ সম্প্রসারণ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগের সামগ্রিক গবেষণা বিশেষ করে, দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই পদক প্রদান করা হয়। ■



প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ২০ আগস্ট প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের এর উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী। তথ্য অধিকার বিষয়ে মূল আলোচনা করেন মো. আমিরুল ইসলাম, উপ-সচিব (প্রশাসন-৪), কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সুব্রত ভৌমিক, উপ সচিব (উপকরণ-১), কৃষি মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৬০ জন বিজ্ঞানী এবং কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ■



কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. লুৎফর রহমান

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

গত ৩০ জুন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স রুমে প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ উইং/কেন্দ্র/বিভাগসমূহের সাথে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল, মহাপরিচালক, বিএআরআই। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য

বিজ্ঞানীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, পরিচালক, গবেষণা উইং এবং টিম লিডার, APA বাস্তবায়ন কমিটি, উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য/ পটভূমি ব্যাখ্যা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে সারগর্ভ বক্তব্য দেন। কর্মজীবনে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। সীমিত

সম্পদের সদ্যবহারপূর্বক কর্মসম্পাদন চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। অতঃপর মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে পরিচালকবৃন্দের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ স্বাক্ষরিত হয়। এরপর পরিচালক, গবেষণা উইং এর সাথে বিভাগীয় প্রধান এবং আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রধানদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ■



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন উইং, কেন্দ্র, বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীবৃন্দ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করছেন



বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কেন্দ্র, বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীবৃন্দ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করছেন

মুক্তায়িত হলো বেলের প্রথম বাণিজ্যিক জাত বারি বেল-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ দীর্ঘদিন যাবৎ বেলের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সারাবছর দেশীয় সুস্বাদু ফলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে ২০০৬ সালে অপ্রচলিত ফলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জার্মপ্লাজম সংগ্রহের জন্য ফল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেখান থেকে ভালোমানের বেলের জার্মপ্লাজম নির্বাচন করা হয়। এরপর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. শরফ উদ্দিনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ২০০৬ ও ২০০৭ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থান হতে ২২টি জার্মপ্লাজম সনাক্তকরণ করা হয় ও পরে মাতৃগাছ হতে সায়ন সংগ্রহ করে অত্র কেন্দ্রে জন্মানো রুটস্টকের উপর কলম করা হয় এবং গবেষণা মাঠে স্থানান্তর করা হয়। দীর্ঘ নয় বছরের গবেষণায় পাওয়া যায় উৎকৃষ্টমানের এই জাতটি। গত ২৪-০১-২০১৬ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ড বারি বেল-১ হিসেবে জাতটি মুক্তায়িত করে। এটিই বাংলাদেশের প্রথম



মুক্তায়িত বেলের জাত। একটি কথা আলোচনা করা দরকার, অতীতে বীজের গাছ থেকে জন্মানো চারাগাছ হতে ফলন পেতে ৮-১২ বছর পর্যন্ত সময় লাগতো। ফলে মানুষ বাণিজ্যিকভাবে বেল চাষ করতো না। এই জাতটি কলমের মাধ্যমে জন্মানো যাবে, যার ফলে মাতৃগাছের গুণাগুণ হুবহু অশুল থাকবে এবং ফল আসতে সময় লাগবে মাত্র ৫ (পাঁচ) বছর। ফলে অন্যান্য ফলের মতো বেলও চাষীরা বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে পারবেন। জাতটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ফল মাঝারি আকারের, নিয়মিত ফলদানকারী; প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৯০০ গ্রাম, কাঁচা বেলের রং সবুজ। তবে পাকা ফল দেখতে হালকা সবুজ হতে হালকা হলুদ বর্ণের এবং টিএসএস ৩৫%। ফলের খাদ্যোপযোগি অংশ ৭৮ ভাগ। সাত বছর বয়সী গাছ প্রতি গড় ফলের সংখ্যা ৩৮টি এবং গড় ফলন ৩৪ কেজি/গাছ/বছর। প্রতি হেক্টরে ফলন প্রায় ১৪ টনের মতো। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ফলনও বাড়তে থাকে। ফলের সংগ্রহকাল মার্চ মাসের শেষ হতে এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। বাংলাদেশের সকল জেলাতেই এই জাতটি চাষাবাদ করা যাবে।

বারি বেল-১ এর ব্যবহার ও পুষ্টিগুণ

কাঁচা ও পাকা বেলের রয়েছে বহুবিধ ব্যবহার। পাকা বেলের শাঁস গাছ থেকে পেড়ে সরাসরি খাওয়া যায়। এছাড়াও পাকা বেলের শাঁস সরবত, জ্যাম, জেলী, চাটনি, স্কোয়াস, বেভারেজ ও বিভিন্ন ধরনের আয়ুর্বেদিক ঔষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বেলের পাতা ও ডগা সালাদ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। বারি বেল-১ পুষ্টিগুণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা বেলের শাঁসে থাকে আর্দ্রতা ৬৬.৮৯ ভাগ, কার্বোহাইড্রেট ৩০.৮৬ ভাগ, প্রোটিন ১.৭৬ ভাগ, ভিটামিন সি ৮.৬৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন এ (বেটাকেরোটিন) ৫২৮৭ মাইক্রোগ্রাম, শর্করা ৩০.৮৬ ভাগ, ফসফরাস ২০.৯৮ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ১২.৪৩ মিলিগ্রাম এবং লৌহ ০.৩২



মিলিগ্রাম। এমনকি বেল গাছের কাণ্ড হতে যে আঠা পাওয়া যায় তা গাম তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বেলের রয়েছে বহুবিধ ঔষধি গুণাগুণ। পাকা বেলের সরবত কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে থাকে। অন্য একটি গবেষণার ফলাফল হতে দেখা গেছে, বেল হতে প্রাপ্ত তৈল ২১ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধী হিসেবে কাজ করে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

কেফট গ্রাফটিং বা ফাটল কলমের সাহায্যে কলমের চারা তৈরি করা হয়। কলমের চারা সংগ্রহ করে ৫X৫ মিটার দূরত্বে লাইন-লাইন এবং গাছ-গাছ গর্তে রোপণ করা হয়। সাধারণত মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ৬০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় গর্ত করতে হবে। গর্ত করার সময় গর্তের উপরের অর্ধেক অংশের মাটি এক পার্শ্বে এবং নিচের অংশের মাটি অন্য পার্শ্বে রাখতে হবে। গর্ত থেকে মাটি উঠানোর ১০ দিন পর্যন্ত গর্তটিকে রৌদ্রে শুকাতে হয়। এরপর প্রতি গর্তে ১০ কেজি গোবর সার ও ১৫০ গ্রাম টি এস পি উপরের অংশের মাটির সাথে মিশিয়ে মাটি উলট-পালট করে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাটের সময় উপরের অর্ধেক অংশের মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট না হলে প্রয়োজনে পার্শ্ব থেকে উপরের মাটি গর্তে দিতে হবে। তবে গর্তের নিচের অংশের মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট না করা উত্তম। এই কলমের চারাটি জুন-জুলাই মাসে নির্ধারিত গর্তে রোপণ করতে

হবে। রোপণের পর কলমের চারাটি সোজা করে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং বৃষ্টি না হলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়তে থাকে। গাছের বয়স ১-২ বছর হলে পচা গোবর সার/আবর্জনা পচা সার ১৫ কেজি, ইউরিয়া সার ২৫০ গ্রাম, টিএসপি সার ২০০ গ্রাম, এমওপি সার ১৫০ গ্রাম, জিপসাম ১০০ গ্রাম, জিংক সালফেট ২০ গ্রাম এবং বোরিক এসিড বা পাউডার ১৫ গ্রাম প্রতিটি গাছের জন্য বছরে একবার প্রয়োগ করতে হবে। ফল সংগ্রহের পরপরই সার প্রয়োগ করে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ ফল সংগ্রহ করার পরপরই গাছে নতুন পাতা আসবে এবং ফুল আসা শুরু করবে।

পোকা-মাকড় ও রোগবালাইদমন ব্যবস্থাপনা

বর্তমান যুগেও জাতটি চাষাবাদে কোন প্রকার বালাইনাশকের প্রয়োজন পড়ে না। তবে লেপিডোপটেরা পোকা বেলের পাতা খায়। নতুন পাতা বের হলে সাইপারমেথ্রিন, কার্বারিল, ইমিডাকোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় মাত্র একবার ব্যবহার করলে পোকাটির আক্রমণ থেকে বেলের পাতাকে রক্ষা করা যাবে।

আশা করা যায় বেল চাষীরা সুস্বাদু এই জাতটি চাষ করবেন। দেশি ফল বেশি করে খাবেন এবং বিদেশি ফল পরিহার করবেন তাহলেই আমাদের দেশের অর্থনীতি আরও মজবুত হবে। ■

কৃষক ভাইদের করণীয়

৭ম পৃষ্ঠার পর...

প্রিয় কৃষক ভাই ও কৃষাণী বোনোরা, এ শীতে আপনিও পারেন খুব অল্প সময়ে ও অল্প খরচে শাকসবজি চাষ করতে এবং পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে। আর এ জন্য জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদের করণীয়:

১. বাড়ির আঙ্গিনায় পরিত্যক্ত জায়গা যেখানে সামান্য হলেও রোদে পড়ে ও উঁচু তা চাষের জন্য নির্বাচন করুন এবং ছোট ছোট করে বেড তৈরি করুন। বেডের মাটি কুপিয়ে উত্তমরূপে রোদে শুকিয়ে নিন।
২. দুই বেডের মাঝে নালা তৈরি করে দিন যাতে পানি না জমে। আগাছা জন্মালে নিড়ানির ব্যবস্থা করতে হবে। মাটিতে রসের অভাব হলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. নির্দিষ্ট শাকসবজির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে গোবর, টিএসপি ও এমপি সার পূর্ণ মাত্রায় এবং ইউরিয়া সারের তিন ভাগের একভাগ একত্রে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি দুই ভাগ ইউরিয়া পরে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
৪. বাংলাদেশে আবাদী জমির শতকা ৫ ভাগের মত প্রায় ১.৫ কোটি বসতবাড়ির আওতায় রয়েছে। এসব বাড়িতে শাকসবজি উৎপাদন করে একদিকে যেমন পুষ্টির ঘাটতি মেটানো সম্ভব তেমনি তা বাড়তি আয়েরও সুযোগ করে দেয়। ■

কৃষক ভাইদের করণীয়

শরৎ শুভেচ্ছা সবাইকে। আসছে রবি মৌসুম নানা রকম শাকসবজি ও ফসলের পসরা সাজিয়ে। ঋতু বৈচিত্র্যে ভরা বাংলাদেশের এ মৌসুমে দেখা যায় সবজি ও ফসলের বৈচিত্র্যময় সম্ভার। সুপ্রিয় কৃষক-কৃষাণী ভাই বোনরা, এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাকুন। আসুন তবে পরিচিত হই বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত শীতকালীন ফসল ও সবজির বিভিন্ন জনপ্রিয় জাতের সাথে।

গম: গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই কর্তৃক এ পর্যন্ত ৩০টি গমের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এদের মধ্যে সৌরভ (বারি গম - ১৯), গৌরব (বারি গম - ২০), শতাব্দী (বারি গম - ২১), সুফী (বারি গম - ২২), বিজয় (বারি গম - ২৩) ও প্রদীপ (বারি গম - ২৪) বারি গম ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ অন্যতম। এ জাতগুলি উচ্চ ফলনশীল এবং রোগপ্রতিরোধক্ষম। এ জাতগুলি তাপ সহিষ্ণু ভাই দেরিতে বপনেও ভাল ফলন দেয়। নতুন জাতগুলি উপযুক্ত ও নাবীতে বপনে কাঞ্চনের চেয়ে ১০% বেশি ফলন দেয়। এ জাতগুলি পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনাভেদে ৩.৫-৫.২ টন/হেক্টর ফলন দিতে পারে। এদের জীবনকাল ১০৫-১১২ দিন। দানা সাদা তাই পুরাতন জাত যেমন - কাঞ্চন, প্রতিভা ইত্যাদি পরিহার করে নতুন জাত চাষ করে কৃষকেরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আরও দুটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত হলো বারি গম ২৯ ও বারি গম ৩০। অক্টোবর (আশ্বিন কার্তিক) মাসে গমের জমি তৈরির কাজ শুরু হয়। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে গম বীজ বোনা শুরু হয়। উঁচু ও মাঝারি উঁচু বৃষ্টি বা সেচের পানি জমে থাকে না, অধিক লবণাক্ত নয় এ রকম জমি গম চাষের জন্য উপযোগী। গম বীজ বপনের পূর্বে পাওয়ার টিলার চালিত যন্ত্রের সাহায্যে জমি চাষ করে নিন। ৪/৫টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে জমি তৈরি করে নিন। জমিতে সুখম সার সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করুন। এ পর্যায়ে প্রতি একর জমিতে ইউরিয়া প্রথম প্রয়োগের সময় ৬০/৭০ কেজি এবং জিপসাম ৪৫/৫০ কেজি ব্যবহার করুন। চাষের আগে হেক্টরপ্রতি ৩-৪ টন গোবর/কম্পোস্ট সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিন। হেক্টরপ্রতি ১২০ থেকে ২৪০ কেজি বীজ সমানভাবে ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করুন। গমের চারা তিন পাতা বিশিষ্ট হলে হেক্টরপ্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করুন। গমের বয়স যখন ৫৫- ৬০ দিন অর্থাৎ গমের শীষ বের হওয়ার সময় ক্ষেতে একটি সেচ দিতে পারেন। এতে গমের ফলন বৃদ্ধি পাবে। এ সময় ক্ষেতে হাঁদুরের উপদ্রব হলে দমন অত্যন্ত জরুরি। জমির আইল পরিষ্কার করা, গর্তে পানি ঢালা, ধোঁয়া দিয়ে ফাঁদ পাতা বা রাসায়নিক প্রয়োগের মাদ্যমে হাঁদুর দমন করা যেতে পারে।

আলু: ভাতের বিকল্প খাবার হিসেবে এখন আলুকে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে আবাদি এলাকার

বিবেচনায় গমের পরেই আলুর স্থান। আলুতে সুখম সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যিক। সুখম সার প্রয়োগ করলে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদিত বীজ আলুর গুণগত মান ভাল হয়। গাছে কোন খাদ্যোপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ সৃষ্টি হলে ভাইরাস রোগ নির্ণয় কর্তন হয়ে দাঁড়ায়। আলু চাষের জন্য নিম্নোক্তভাবে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পচা গোবর ১০ টন/হেক্টর, ইউরিয়া ৩৫০ কেজি/হেক্টর, টিএসপি ২২০ কেজি/হেক্টর, এমপি ২৬০ কেজি/হেক্টর, জিংক সালফেট ১২ কেজি/হেক্টর, জিপসাম ১২০ কেজি/হেক্টর, বোরিক এসিড ৬ কেজি/হেক্টর।

কৃষক ভাইদের জন্য বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত কয়েকটি আলুর উন্নত জাতের নাম বলা হচ্ছে - হীরা, আইলসা, ডায়মন্ট, কার্ডিনাল, চমক, ধীরা, রাজা, আরিন্দা, স্পিরিট (বারি আলু - ২৭), লেডি রোসেটা (বারি আলু - ২৮), কারেজ (বারি আলু - ২৯) এবং মেরিডিয়ান (বারি আলু - ৩০)। এঁটেল মাটি ছাড়া সব রকম মাটিতেই আলু চাষ হয়। মধ্য-কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণের শেষ পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। বীজ বপনে যত দেরি হবে ফলনে তত দেরি হবে। জমিকে ভালভাবে ৪-৫ বার মই দিয়ে মাটিকে মিহি করে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরি করুন। পানি সেচের ব্যবস্থা রাখুন। মাঝারি আকারের আলু বীজ ১.৫০ টন/হেক্টর লাগবে।

ভুট্টা: ভুট্টা সারা বছরের খাদ্য, পুষ্টি ও জ্বালানির চাহিদা পূরণ করে। এটি তৃতীয় দানাদার ফসল হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে ভুট্টার ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়েছে, ফলে এর আবাদও অনেক বেড়ে গিয়েছে। হাইব্রিড ভুট্টার ফলন অনেক বেশি। তাই হাইব্রিড ভুট্টার আবাদ করা লাভজনক। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত ভুট্টার জাত হচ্ছে- বারি হাইব্রিড ভুট্টা- ৫, হাইব্রিড ভুট্টা- ৭, হাইব্রিড ভুট্টা- ৮, হাইব্রিড ভুট্টা- ৯, হাইব্রিড ভুট্টা-১০, হাইব্রিড ভুট্টা- ১১। জাতভেদে এদের ফলন হেক্টরপ্রতি ৮.০-১০.৫ টন পর্যন্ত হতে পারে।

কৃষক ভাই, হাইব্রিড ভুট্টার ফলন বেশি হওয়ায় সারের পরিমাণ মুক্ত পরাগায়িত ভুট্টার চেয়ে বেশি লাগে। প্রতি হেক্টর জমিতে ইউরিয়া ৫০০-৫৮০ কেজি, টিএসপি ২৬০-৩০০ কেজি, এমপি ১৮৫-২১০ কেজি, জিপসাম ২১০-২৩৫০ কেজি, জিংক সালফেট ১২-১৫ কেজি, বরিক এসিড ৫-৮ কেজি এবং গোবর সার ৪.৫-৫.০ টন প্রয়োজন হবে।

কৃষক ভাই ও বোনরা, শীতকালীন শাকসবজি চাষ করে লাভবান হউন, পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করুন। বাড়ির আশেপাশে সামান্যতম উঁচু পতিত জায়গা যদি থাকে যেখানে রোদ পড়ে, সেখানে শাকসবজি চাষের জন্য নির্বাচন করুন। আসুন শাকসবজি চাষাবাদের পাশাপাশি নিজেদের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন ফসলাদির সাথে বিভিন্ন জাতের ফলমূলের চাষ সম্প্রসারণে আরও বেশি

উদ্যোগী হই। দেশকে ক্ষুধা, অপুষ্টি এবং দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা করি।

সবজি: সুস্থ সবল জীবনের জন্য প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের সবজি খাওয়া অপরিহার্য। পুষ্টি চাহিদা মেটাতে ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল সবজিগুলোর জাত সম্পর্কে জেনে নেই।

মুলা: মুলা বপনের সময় মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-নভেম্বর।

বারি মুলা-১: উচ্চ ফলনশীল জাত। মুলা দেখতে ধবধবে সাদা ও বেলুনাকৃতি। পাতায় গুং থাকে না বলে শাক হিসেবে খাওয়া যায় এবং বোনার ৪০-৫০ দিন পর থেকেই সংগ্রহ করা যায়।

বারি মুলা-২(পিংকী): মুলা নলাকৃতি এবং লালচে রঙের, পাতায় গুং থাকে না। খেতে সুস্বাদু এবং একটু ঝাঁঝালো। ৪০-৫০ দিন পর সংগ্রহ করা যায়, তবে ৭০ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব।

বারি মুলা-৩ (দ্রুতি): এটি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। রোগ ও পোকাকার আক্রমণ প্রতিরোধী। ৪০-৫০ দিনের মধ্যেই খাবার উপযুক্ত হয়।

বারি মুলা-৪: নলাকৃতি ধবধবে সাদা বর্ণের। বাংলাদেশের সর্বত্র জাতটি চাষ করা যায়। পাতা খাঁজকাটা বিশিষ্ট (জাপানিজ মিনো আরশি টাইপ)। প্রতিটি মুলার গড় ওজন ৭০০-৮০০ গ্রাম। জীবনকাল ৬০-৭০ দিন। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৬৫-৭০ টন।

টমেটো: টমেটোর উদ্ভাবিত জাতগুলোর মধ্যে বারি টমেটো-২ (রতন), বারি টমেটো-৩ এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৮৫-৯০ টন।

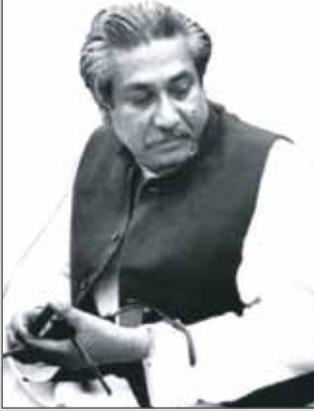
বারি টমেটো-৪ ও বারি টমেটো-৫ উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে বর্ষা মৌসুমে ফলন হেক্টরপ্রতি ২০-২২ টন পাওয়া যায়। বারি টমেটো-৬ (চেতি) এবং বারি টমেটো-৯ (লালিমা) এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৮৫-৯০ টন। বারি টমেটো-৭ (অপূর্ব) এর ফলন হেক্টরপ্রতি ১০০-১০৫ টন। বারি টমেটো- ৮ (শিলা) এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৯০-৯৫ টন। কৃষক ভাই ও বোনরা আপনারা উচ্চ ফলনশীল বারি হাইব্রিড টমেটো- ৫, বারি হাইব্রিড টমেটো -৬, বারি টমেটো -১৪, বারি টমেটো -১৫ আবাদ করে বেশি লাভবান হতে পারেন।

ফুলকপি: বারি ফুলকপি -১ (রূপা) বীজ বপনের সময় মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর এবং মধ্য-নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

বাঁধাকপি: বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী) ও বারি বাঁধাকপি -২ (অগ্রদূত) মধ্য-আগস্ট থেকে অধ্য-অক্টোবর এবং মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর পর্যন্ত বীজ ও চারা রোপণ করা যেতে পারে। ফলন যথাক্রমে হেক্টরপ্রতি ৫০-৬০ টন ও ৫৫-৫৬ টন।

- এরপর পৃষ্ঠা ৬

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন



জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০১৬ পালন করা হয়। দিবসের শুরুতে কালো পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শোক র্যালী, আলোচনা সভা কোরানখানি ও মিলাদ মাহফিল। যোহর বাদ কৃষি গবেষণা সদর দপ্তর প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ, গাজীপুর জেলা শাখা এক মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। এছাড়া, জামে মসজিদে যোহর বাদ মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদ মাহফিলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর সাথে পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনসহ সকল শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মিলাদ মাহফিল শেষে দুঃস্থ, কাঙ্গালীসহ সকলের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। ■



জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল



জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শোক র্যালী

জাতীয় কর্মশালা- ২০১৬



জাতীয় কর্মশালায় বিএআরআই মহাপরিচালক পরিচালক এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীবৃন্দ



কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল

গত ২৭ জুন সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে জাতীয় কর্মশালা ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল, মহাপরিচালক, বিএআরআই। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ জালাল

উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা), ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) এবং জনাব মো. শোয়েব হাসান, পরিচালক (পরিচালনা ও মূল্যায়ন) এবং পিরোজপুর- গোপালগঞ্জ- বাগেরহাট সমন্বিত প্রকল্প এর সমন্বয়কারী জনাব মোহাম্মদ মহসীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. আ. সা. ম

মাহবুবুর রহমান খান, প্রকল্প পরিচালক ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর। কর্মশালার অর্থায়ন করে পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বারি অংগ)। উক্ত কর্মশালায় প্রায় তিন শতাধিক বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। ■

মুখ্য সম্পাদক : ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল
সম্পাদক : মো. হাসান হাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : ড. মো. লুৎফর রহমান
মাহবুবা আফরোজ চৌধুরী
আলোকচিত্র শিল্পী : পংকজ সিকদার



প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন- ৯২৯৪০৪৬
ডিজাইন ও মুদ্রণে : বেঙ্গল কম-প্রিন্ট
৬৮/৫, গ্রীনরোড, ঢাকা।
ফোন- ০১৭১৩ ০০৯৩৬৫